তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হল

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১৭-১৯পদ

প্রথম পাপের প্রতি ঈশ্বর তাঁর বিচারের রায় প্রকাশ করেছেন। ১৫ পদে সর্পের প্রতি, ১৬ পদে নারীর প্রতি এবং ১৭-১৯ আদমের প্রতি ঈশ্বর তাঁর বিচার ঘোষণা করেছেন। আজ আমরা আদমের প্রতি বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করব। অবশ্য প্রথমেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, আদমের প্রতি উচ্চারিত এই বিচারের রায় কেবল আদম নয়, নারীর প্রতিও একইভাবে প্রযোজ্য।

১৭ পদে, আদমের পাপের পরিণাম হিসাবে ঈশ্বর ভূমিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে ভুমি (মৃত্তিকা) থেকে আদম গৃহীত হয়েছে (১৯ পদ)। প্রথম পাপের পরিণাম হিসাবে, ১৪ পদে সাপ প্রথম অভিশপ্ত হয়েছিল; এবং ১৭ পদে এই পাপের দ্বিতীয় অভিশাপ ভূমির উপর নেমে এসেছে। মানুষের পাপের ফল প্রকৃতিও ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে। যে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার মানুষ লাভ করেছিল (১.২৬, ২৮), মানুষের পাপের ফলস্বরূপ সেই প্রকৃতিই মানুষের কর্তৃত্বের পথে প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। পরিবেশ ও প্রকৃতির এই প্রতিকূলতার দ্বারা মানুষ পদে পদে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার পাপকে স্মরণ করতে বাধ্য হবে (রোমীয় ৮.১৯-২৩) এবং সেই পাপের জন্য অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

১৭ পদে, আমরা আরও একটি বিষয় দেখতে পাই। ঈশ্বর এখানেই প্রথম আদমের পাপের প্রকৃতিকে বর্ণনা করেছেন। আদম কেবল ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার আগেই আদম যে পাপ করেছিল, তাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে -- "তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া . . . ।" কিছু কিছু মুহূর্তে স্ত্রীর কথা শোনা,বুদ্ধি মানের কাজ। কারণ, স্ত্রীর পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ সাহায্য করে (পিলাত যদি তার স্ত্রীর পরামর্শে কান দিত, তাহলে হয়ত সে যীশুকে চিনতে পারত! (মথি ২৭.১৯)। কিন্তু সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা শোনা বুদ্ধি মানের কাজ নয়। বিশেষত, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্ত্রীর কথা শোনায় ঈশ্বর আদমকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, আদমের স্ত্রীর কথা ঈশ্বরের কথার বিপরীত ছিল। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আদম তাঁর স্ত্রীর মস্তক হওয়ায়, স্ত্রী যখন ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীত (২.১৭, ৩.৬) পরামর্শ দিয়েছিল; আদমের উচিত ছিল তা বর্জন করা। কিন্তু আদম মস্তক হিসাবে পারিচালনার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১ করি ১১.৩ পদে পৌল এই সম্পর্ককে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীস্ট, এবং স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীস্টের মস্তক স্বরূপ ঈশ্বর।" নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার ফলস্বরূপ, তারা মরিবেই মরিবে, এ কথা জানা সত্ত্বেও আদম ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অমান্য করে, ঈশ্বরের আজ্ঞার উপরে তার স্ত্রীর পরামর্শকে স্থান দিয়েছিল। আজকের দিনেও আমাদের বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার মূলে এই বিষয় থেকে গেছে। ঈশ্বর প্রবর্তিত ক্রমকে (নারী - পুরুষ - খ্রীস্ট - ঈশ্বর) অস্বীকার করে আমরা বিভিন্ন সমস্যাকে আমাদের পরিবারে ডেকে আনছি।

এইভাবে, ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অমান্য করে আদম যখন তার স্ত্রীর পরামর্শকে প্রাধান্য দেয় ও সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে পাপ করে, ঈশ্বর সেই পাপের জন্য ভূমিকে অভিশপ্ত করলেন। ভূমির প্রতি এই অভিশাপের পরিণাম আমরা ৩টি বিষয়ের মধ্যে দেখতে পাই।

১। যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ— ১৬ পদে গর্ভবেদনার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, এখানে ক্লেশের জন্য সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, নারী যেমন মারাত্মক বেদনায় সন্তান প্রসব করবে; আদম তেমনই নিদারুণ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তু ভোগ করবে। পাপে পতনের পূর্বে, এদোন উদ্যানে আদমের যে কাজ ছিল পরম আনন্দের ও সুখদায়ক; পতনের ফলস্বরূপ সেই কাজ আদম ও তার বংশধরদের কাছে শ্রমসাধ্য ও সমস্যার বিষয়ে রূপান্তরিত হল। এই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

শাস্তির মধ্যেও আমরা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দয়া দেখতে পাই। ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে মানুষ পাপ করলেও, ঈশ্বর কিন্তু তার খাদ্যের সংস্থান বন্ধ করে দেননি -- ভূমি আগের মতই তার জন্য খাদ্য উৎপন্ন করবে। অবশ্য পাপে পতনের ফলস্বরূপ, এই খাদ্য সংগ্রহে মানুষকে যে কাজ করতে হবে, তা ক্লেশদায়ক হবে।

এখানে, একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ --- কাজ শাস্তি নয় কিন্তু সেই কাজের মধ্যে যে পরিশ্রম আছে, সেটাই শাস্তি। পাপে পতনের পূর্বে আদমকে ঈশ্বর কাজ দিয়েছিলেন (২.১৫, ১৯), যে কাজ ছিল তার কাছে পরম আনন্দের ও ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু পাপ করে সেই কাজের সঙ্গে শাস্তি হিসাবে পরিশ্রম ও ক্লেশ যুক্ত হয়েছে। তাই কাজকে ভয় করা, কাজকে এড়িয়ে চলা, বা কাজে ফাঁকি দেওয়া হল আমাদের কাছে খুবই পরিচিত ছবি। পাপে পতিত মানুষ যখন এইভাবে ক্লেশ চিন্তা করে কাজ তথা ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দূরে সরিয়ে রাখে;যীশুতে বিশ্বাসী আমরা যারা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, আমরা কাজকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে, তার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করব। এ বিষয়ে পৌলের কথাকে আমরা স্মরণ করতে পারি, **"আরও বেশি উপচিয়া পড়, আর শান্তভাবে থাকতে নিজ নিজ কাজ করতে এবং নিজের হাতে কাজ করতে সযত্ন হও!"** (১ থিষ ৪.১১-১২)। পৌল আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ভাই অনিয়মিত (অলস) ভাবে চলে, তার সঙ্গ ত্যাগ কর;. . . আমরা তোমাদের মধ্যে অনিয়মিতাচারি (অলস) ছিলাম না;. . . আর বিনামূল্যে কাহারও কাছে অন্ন ভোজন করতাম না, বরং তোমাদের কারও ভারস্বরূপ যেন না হই, সেই জন্য পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন কাজ করতাম" (২ থিষ ৩.৬-৮)। বিশ্বাসী আমাদের কাছে কাজ -- কেবল অর্থ উপার্জনের উপায় নয়; বা কেবল কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিষয় নয়;বা নিজের স্বাদ পূর্ণ করার বিষয়ও নয় -- আমাদের কাজের চূড়ান্ত নিযোগকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর হওয়ায়, আমাদের কাজের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার চেষ্টা করব। পৌলের ভাষায়, "যা কিছু কর, প্রাণের সঙ্গে কাজ কর, মানুষের কাজ নয়, কিন্তু প্রভুরই কাজ বলে কর; কারণ তোমরা জান, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা দায়াধিকার প্রতিদান পাবে" (কল ৩.২৩-২৪)।

২। কন্টক ও শেয়ালকাঁটার উৎপত্তি — ইচ্ছার বাইরে অনেক জাতের গাছ জন্মাবে ও চারদিক পূর্ণ করবে, এবং সেই সমস্ত গাছের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, মানুষের শ্রম আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। যদিও উদ্যানে আদমের কৃষিকাজের কথা চিন্তা করে কেবল কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে;কিন্তু খুব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভূমির প্রতি এই অভিশাপের ছাপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না -- বন্যা, খরা, বা ভুমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে যেমন এর ছাপ লক্ষণীয়;আবার রোগ-জীবাণু থেকে শুরু করে ভাইরাস বা ব্যকটেরিয়াও এর ছাপ বহন করে চলেছে। অত্যাধুনিক যুগে, কম্পিউটার ভাইরাস, নতুন নতুন রোগ, ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সন্ত্রাসবাদ, ট্রেন বা প্লেন দূর্ঘটনা -- এ সবই এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অর্থাৎ, মানুষের পাপের দ্বারা প্রকৃতির সৃষ্ট বিন্যাস ধংস হয়েছে। পৌল একে সমস্ত সৃষ্টির "আর্তস্বর" এবং "ব্যথা" আখ্যা দিয়েছেন (রোমীয় ৮.২০-২৩)। পাপের দ্বারা মানুষ নিজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায়, ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিও সুষ্ঠু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এই সত্য যখন বিশ্বাসী আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের দায়িত্ব ঈশ্বর সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবেশ দূষণ কমাতে সচেষ্ট হওয়া।

৩। ঘর্মাক্ত মুখে আহার — ১৭ পদে যে যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ করার মাধ্যমে ভূমি থেকে খাদ্য লাভের কথা বলা হয়েছে;১৯ পদে সেই কথাকেই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জীবন আর সহজ বলে মনে হবে না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কারণ বেঁচে থাকার জন্য যে ভূমিতে মানুষ এত কঠোর পরিশ্রম করবে, সেই ভূমিতেই সে আবার ফিরে যাবে। এর দ্বারা মানুষ এক অসাড়তার বৃত্তে আবর্তিত হতে বাধ্য হয়েছে -- যে মাটি থেকে আদম এসেছিল (২.৭), সেই মাটিতেই সে আবার ফিরে যাবে; কিন্তু যতদিন সে এই মাটির উপর থাকবে, ততদিন সেই মাটি খুঁড়তেই তার জীবন ব্যয় হবে। এই বর্ণনার দ্বারা শারীরিক মৃত্যুকেই

নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, আদি ২.১৭ পদের কথানুসারে, মানুষের পাপের বিভিন্ন পরিণামের মধ্যে শারীরিক মৃত্যু একটি। ঈশ্বর চাইলে, আদম সেই মুহূর্তেই শারীরিক মৃত্যুর বলি হতে পারত;কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আদমের শারীরিক মৃত্যু বিলম্বিত হয়। আদি ৫.৫ পদানুসারে, আদম ৯৩০ বৎসর পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন; কিন্তু ৩.১৯ পদানুসারে, সমগ্র মানব-জাতির কাছে শারীরিক মৃত্যু ওতপ্রোত বিষয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ, পাপে পতনের পূর্বে "ইচ্ছামৃত্যু" অর্থাৎ অমরত্ব *(able not to die)* পরিস্থিতি থেকে মানুষ "অনিচ্ছামৃত্যু" বা "অমর হতে অক্ষম" *(not able not to die)* পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হল।

আবার সামগ্রিক শাস্ত্রের শিক্ষা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবনের গভীরতম অর্থ হল ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা। তাই, মৃত্যুর গভীরতম অর্থ হল, ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ছিন্ন হওয়া। তাই, যে মুহূর্তে আদম পাপ করে, সেই মুহূর্তে যদিও তার শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার আত্মিক-মৃত্যু ঘটে। ফলস্বরূপ, আদমের বংশধর হিসাবে জন্ম-গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ এই পৃথিবীতে আত্মিকভাবে মৃত (ইফি ২.১-২)। কেবল আত্মিক মৃত্যু নয় -- শারীরিকভাবে যতকাল আমরা এই পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকি, তার মধ্যে যদি আমরা আমাদের আত্মিক-মৃত্যু থেকে উদ্ধার না পাই, তাহলে আমরা অনন্ত-মৃত্যুতে (ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালীন বিচ্ছেদ) পতিত হব।

এইভাবে, যখন আমরা আদমের প্রথম পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করি, তখন আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। আদম তথা আমরা যদিও ঈশ্বরকে বর্জন করেছিলাম, তথাপি ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। সাপের সঙ্গে নারীর শত্রুতা, তথা খ্রীস্টের আগমনের দ্বারা সাপের মাথা চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা (৩.১৫) আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা ও দয়ার প্রকাশ। একদিকে সন্তানপ্রসবে নারীর গর্ভবেদনা ও অন্যদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু-মুঠো ভাতের জন্য আদমের ক্লেশ আমাদের জীবনে পাপ যে কতখানি গুরুতর, তা স্মরণ করিয়ে দেয় ও খ্রীস্টের কাছে ফিরে এসে তাঁর কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে আমাদের প্রত্যেককে আকর্ষণ করে।

পাপের বোঝার ভারে এই পৃথিবীর মানুষ তথা প্রকৃতি যখন প্রতিটি মুহূর্তে ক্লেশ ভোগ করে চলেছে, শেয়ালকাঁটার অত্যাচার সহ্য করে চলেছে তখন খ্রীস্ট আমাদের কাছে আশার আলো দেখিয়েছেন, বিশ্বাসী আমরা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কিন্তু সৃষ্টিও আমাদের সঙ্গে মুক্তির অপেক্ষায় আছে (রোমীয় ৮.২৩)। খ্রীস্টের প্রথম আগমনের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের যে শুভারম্ভ ঘটেছে, তা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা পূর্ণতা পাবে। তাই, তিনি আমাদের এই বলে প্রার্থনা করতে বলেছেন, "তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হোক।" আমেন।।